পীযূষ-প্লাবনী

— বা —

ইস্‌লাম গাথা।

(প্রথম খণ্ড)

সেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

সুলভ প্রেস।

৩৪ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

শ্রীপঞ্চকালি হালদার দ্বারা মুদ্রিত।

হাওড়া।

সন ১৩২১ সাল।

[মূল্য ।• চারি আনা মাত্র।]

উপহার।

যেই জন মোস্লেমের মঙ্গল আশায়
নিঃস্বার্থ ভাবেতে করি দিবস রজনী
প্রাণপাত পরিশ্রম, অসীম উদ্যমে
প্রচারিয়া "প্রচারক" বঙ্গ প্রতি গৃহে
সাধিয়াছে সমাজের অশেষ কল্যাণ ;
বিরচিয়া বহুবিধ সদ্‌গ্রন্থচয়
করিয়াছে বিদূরিত ভ্রম অন্ধকার
বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ নারী ও নরের ;
যাঁহার অমৃতময় ধর্ম্ম উপদেশে
অবোধ অজ্ঞান কত আদম সন্তান
লভিতেছে নূতন জীবন। তাঁহারই
সেই সুধি অকৃত্রিম সমাজ বান্ধব
বাঙ্গালার বাগ্মীশ্রেষ্ঠ মোস্লেম ভূষণ
মধুমিয়া সাহেবের পূত-কর-পদ্মে
সসম্মানে আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত,
ভক্তি ভরা ফুল্লচিতে, প্রীতি পোরা প্রাণে,
অকিঞ্চিৎকর এই পীযূষ-প্লাবনী
ভক্তি উপহার রূপে করিনু প্রদান।

তদীয় গুণমুগ্ধ

ইদ্‌রিস আলী।

নিবেদন।

পীযূষ প্লাবনী প্রকাশিত হইল, কয়েক জন বন্ধু বান্ধবের বিশেষ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমি আমার ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক খানি জনসাধারণে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। আজকাল বঙ্গসাহিত্যে কবিতা পুস্তকের অভাব নাই, সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে কেন, মাত্র মোস্লেম কাব্য-কাননে প্রবেশ করিলে, এক একটা কাব্য কুসুমের কমনীয় সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব মাধুরী দেখিলে, পান্থকে পলক হারাইয়া নেত্রপাত করিয়া থাকিতে হয়, কোন কোন কুসুমের স্বর্গীয় সৌরভের প্রাণারাম প্রবাহে পথিকের প্রাণে আনন্দের উজান বহিতে থাকে, কোন কোনটী বা উপরোক্ত উভয়বিধ গুণরাজী হৃদয়ে ধারণ করিয়া পথযাত্রীর এককালে নয়ন-মন-প্রাণ হরণ করিয়া একেবারে তাহাকে বিস্মৃত ও বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে কিন্তু এ কবিতার সে সকল গুণ কিছুই নাই ও আধুনিক খ্যাত-নামা কবিদিগের কবিতার সহিত এ কবিতার তুলনা হইতে পারে না। যেমন অন্ধ বালকের নাম পদ্মলোচন হইয়া থাকে, সেইরূপ কতকগুলি নীরস প্রাণহীন কবিতা বুকে ধরিয়া বইখানি পীযূষ-প্লাবনী নাম গ্রহণ করিয়াছে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, নিম্ন শ্রেণীর কবিতা পাঠ না করিলে উচ্চ শ্রেণীর কবিতার মধুরতা ভালরূপ

আস্বাদ করা যায় না, আমি ইহাও দেখিতেছি যে,—যে আকাশে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড উদয় হইয়া সুতীব্র সোনালী ময়ূখ মালা বিস্তার করিয়া চরাচর জগৎকে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত করে, যে আকাশে শারদীয় শশধর প্রকাশ পাইয়া রৌপ্য সুষমা মণ্ডিত কিরণরাজী বিকিরণ করিয়া প্রকৃতি সুন্দরীর সুবিমল অঙ্গে সুধাধারা ঢালিয়া দেয় ও যে আকাশে অসংখ্য তারকার সুমধুর সমাবেশ দেখা যায়; আবার সেই আকাশে ক্ষীণ-জ্যোতি খদ্যোতও প্রকাশ পায় এবং তাহার ক্ষুদ্র জ্যোতি দেখিয়া লোকে ক্ষণিকের জন্যও আত্মহারা হইয়া থাকে। সেই নিয়মানুসারে এ কবিতা যদি একটীও লোকের প্রাণে আনন্দ সঞ্চার বা পীযুষ প্লাবন করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে আমি আমার যত্ন ও পরিশ্রম সফল মনে করিব ও পুস্তক খানির পীযুষ-প্লাবনী নাম সার্থক হইবে, নিবেদন ইতি।

পাঁচপাড়া, পোষ্ট সাঁকরাইল,	বিনীত—
১৫ই বৈশাখ ১৩২১ সাল।	মোহাম্মদ ইদরিস।

আল্লাহোআক্‌বর।

পীযুষ-প্লাবনী।

প্রার্থনা।

(১)

দাও দয়াময়, জ্ঞানের অঞ্জন,
আজি অভাগার নয়ন কোণে।
তব সুধানাম, শান্তি নিকেতন,
দাওগো শকতি জপিতে প্রাণে॥

(২)

যতদিন আমি, এসেছি জগতে,
তব পুত নাম লইতে প্রভু।
করিয়াছি হেলা, জীবনের বেলা,
যেতেছে বহিয়া কি হবে বিভু॥

(৩)

মুক্তির উপায়, দেখিনা হে স্বামী,
ব্যতীত তোমার করুণা রেণু।
তব সুধা নামে, স্বর্গীয় ঝঙ্কারে,
বাজাও অভাগা হৃদয় বেণু॥

(৪)

আর ফেলিওনা, আর মজাওনা,
আর ঘুরাওনা পশুর সম।
প্রেম সুধা দিয়া, অন্তর পূরিয়া,
ঘুঁচাও আমার হৃদয় তম॥

(৫)

জীবন সার্থক, করহে আমার,
দিয়া ধর্ম্মবল নাশিয়া পাপ।
দাসত্ব শৃঙ্খলে, করিয়া বন্ধন,
হর হে সুন্দর হৃদয় তাপ॥

(৬)

সব সাধ আশা, প্রেম ভালবাসা,
নয়নের বারি হে নাথ নিও।
ধর্ম্মের জ্যোতিতে, উজ্জ্বল করিয়া,
আমার গন্তব্য পথটী দিও॥

(৭)

যখন অগাধ, সম্পদ বৈভব,
লুটিবে অভাগা চরণ তলে।
দেখ হে দয়িত, অধম তখন,
তব শান্তি নাম যেন না ভুলে॥

(৮)

আবার যখন, দরিদ্রতা ঘন,
করিবে বেষ্টন হৃদয় তারা।
হে দয়াল তব, পীযুষ পূরিত,
নামটী তখন না হই হারা॥

(৯)

যখন ভীষণ, রোগের যন্ত্রণা,
কাতর করিবে কোমল প্রাণ।
দেখ জগদীশ, যেন তব দাস,
ভুলেনা তোমার মহিমা গান॥

(১০)

রোগ, শোক, তাপ, দুঃখ দরিদ্রতা,
কিম্বা শান্তি সুখে পরাণ ভরা।
পবিত্র মধুর, নামটী তোমার,
জীবনে মরণে না হই হারা॥

(১১)

বিপদে সম্পদে, যখন যে ভাবে,
ডাকিব তোমায় আল্লাহো বলে।
এ ক্ষুদ্র পরাণে, প্রেম সুধা ধারা,
দিওগো ছড়ায়ে থেকনা ভুলে॥

দিল্লি মোস্লেম সমাধী।

(১)

কল্পনা সুন্দরী, কবি সহচরি,
এস সুধামুখি আমার সাথে।
দিল্লির সমাধি, সাধ নিরবধি,
দেখিব বসিয়া বিজন পথে॥

(২)

থাকি দুইজন, চিন্তিত বদন,
নিমিলিত নেত্র গম্ভীর ভাবে।
ভাবি মনে মনে, পূর্ব্ব পিতৃগণে,
কিরূপে তাঁহারা আছেন এবে॥

(৩)

এই ধুলা বালি, মাঝে কত বলি,
পৃথিবীর প্রিয় সুপুত্র সবে।
জীবনের লীলা, বিসর্জ্জিয়া খেলা,
অনন্ত শয়নে রয়েছে এবে॥

(৪)

ভগন সমাধি, দিতে তার স্মৃতি,
কাহার কাহার আজিও আছে।
কাহার বা আর, নাহি চিহ্ন তার,
ধুলা বালি সনে মিশিয়া গে'ছে॥

(৫)

মেদিনী টলিত, ভূধর কাঁপিত,
যে সকল বীর চরণ ভরে।
জলধি গর্জ্জিত, অবাধে শাসিত,
পৃথিবী নমিত যাঁদের তরে॥

(৬)

ইঙ্গিতে যাঁহার, লক্ষ তরবার,
উদিত আকাশে বিদ্যুৎ ছলে।
হায়রে এখন, সে মহা রাজন,
মিশেছে মাটিতে খুঁজি না মেলে॥

(৭)

প্রতাপে অরুণ, সম্পদে কারুণ,
বিক্রমে রোস্তম ধরণী পরে।
এতাদৃশ বীর, কি দুঃখ গভীর,
নিস্তব্ধ নিথর রয়েছে গোরে॥

(৮)

পঙ্কজ আনন, কুরঙ্গী লোচন,
শারদ সুষমা বরাঙ্গে ঝরে।
সুচারু কবরী, সুস্বরে সুন্দরী,
বিমুগ্ধ করিত নারী ও নরে॥

(৯)

আজি কিন্তু হায়, মোহিতে যুবায়
হানে নাকো আর কটাক্ষ বাণ।
আজি নাহি তায়, কণ্ঠের সে স্বর,
আকুল করিতে প্রণয়ী প্রাণ॥

(১০)

এই ধুলা সনে, পারস্য ললনে,
আলোক সুন্দরী মিশেছে আজ।
যাঁর রূপ গান, ছাইয়া ভুবন,
উঠেছিল তেজে গগণ মাঝ॥

(১১)

যে রূপেতে মুগ্ধ, হইয়া বিদগ্ধ,
জাহাঙ্গীর সাহা কৃতান্ত প্রায়।
সের খাঁ জীবন, করিল নিধন,
মরিল অভাগা মেহের দায়॥

(১২)

সে নুরজাহান, কোথায় এখন,
ধূলা বালি সনে রয়েছে মিশি।
সেলিমের প্রাণ, করিতে হরণ,
ধরেনা অধরে মধুর হাসি ॥

(১৩)

বাদসা প্রধান, মধ্যাহ্ন তপন,
ভারত মোস্লেম গগন ভালে।
আকবর আজ, ত্যজি বীরসাজ,
রয়েছে শয়নে বসুধা কোলে ॥

(১৪)

কি দুঃখ গভীর, আজি জাহাঙ্গির,
জীবন সঙ্গিনী মেহের তরে।
যোধবাই আশা, সাম্রাজ্য লালসা,
ভুলিয়া রয়েছে নিদ্রার ঘোরে ॥

(১৫)

শিখী সিংহাসন, ত্যজিয়া এখন,
প্রাণের মমতাজ মহলে ত্যজি।
বীর সাজাহান, সম্রাট ভূষণ,
বালিতে মিশিয়া গিয়াছে আজি ॥

(১৬)

মোস্লেম মিহির, আজি আলমগীর,
ছাড়ি বাদসাই বিস্তার আশ।
গভীর ধেয়ানে, রয়েছে শয়নে,
কে বুঝিবে তাঁর নীরব ভাষ ॥

(১৭)

মজাইতে আল্লা,* কই সে কমলা,
পাতে আজি চারু প্রণয় ফাঁদ।
কোথা সে দেবলা, রাজপুত বালা,
খেজের হৃদয় গগন চাঁদ ॥

(১৮)

কোথা জাহানারা, রমণী সেতারা,
কোথায় ধূলাতে মিশেছে আজ।
রাজা প্রজা ধনী, কবি মূর্খ জ্ঞানী,
আজি সকলের সমান সাজ ॥

(১৯)

নাহি দ্বেষা দ্বেষী, নাহি রেষা রেষী,
মান অপমান নাহিক হেথা।
বৈরী শয্যা পাশে, আছে নিদ্রা বেশে,
কুরূপ স্বরূপ একই প্রথা ॥

*সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজি।

(২০)

ধনী কি নিধন, জ্ঞানী কি বিদ্বান,
বৃথা অভিমান নাহিক করে।
দিল্লি গোরস্থান, কি সুন্দর স্থান,
দেখরে মানব নয়ন-ভরে॥

কে তুমি!

(১)

আজি জেন্নতের দ্বার ধীরে ধীরে,
করিয়া মুকত কে তুমি এলে।
বাজায়ে বাঁশরী, অমিয় লহরী,
মৃত মোস্লেমের জীবন দিলে ॥

(২)

গাঢ় অন্ধকারে, সমাধী বাসরে,
পতনের মোহ স্বপন ঘোরে।
কে তুমি আসিয়া, স্নিগধ অমিয়া,
ঢালিলে মোদের হৃদয় স্তরে ॥

(৩)

আলোকের মত, সুধীরে স্ফুটিত,
হইয়া মোস্লেম-জীবন-পথ।
দেখাতে কে তুমি, এলে মর্ত্ত্যভূমি,
আরোহি ত্রিদিব বিচিত্র রথ ॥

(৪)

সুরভি সমীর, ঝির ঝির ঝির,
সেরূপ কে তুমি মোদের প্রাণে।
অতীতের গানে, সুধাময়ী তানে,
জাগাও স্ম-ঋতি হৃদয় কোণে॥

(৫)

পীযুষ প্লাবনী, মত্ত বিহঙ্গিনী,
ললিত ঝঙ্কার তুলিয়া ধীরে।
ঘুমন্ত আত্মায়, নিস্পন্দ হৃদয়,
কে তুমি নাচাও বল গো মোরে॥

(৬)

চিনিনা তোমায়, তথাপি হৃদয়,
পদরেণুলাভ করিয়া তব
সৌন্দর্য্য শোভায়, উজলিল কায়,
শান্তিময় হেরি সমস্ত ভব॥

(৭)

স্বর্গীয় প্রভায়, মোহিনী ছটায়,
মগন পরাণ আপনি হ'ল।
বোধ হয় মনে, দেখিতে জীবনে,
পাবনা এমন অমরা আলো॥

(৮)

ভীষণ তমায়, জড়িত নিশায়,
পতিত মথিত লাঞ্ছিতদের।
সমাধী শয্যায়, দাঁড়াইয়া হায়,
কাহারে দেখিনা দানিতে ঢের ॥

(৯)

সান্তনার বাণী, ক্ষীণতম ধ্বনী,
শুনাতে মোদের এমন সখা।
নিখিল দুনিয়া, খুঁজিয়া খুঁজিয়া,
এমন হিতার্থী পাইনে দেখা ॥

(১০)

তুমি আজ তবে, বন্ধুহীন ভবে,
সন্তান বৎসলা মায়ের মত।
সঞ্জিবনী ধারা, মোপ্রেমের মরা,
হৃদয়ে কে তুমি ঢালিতে রত ॥

(১১)

আসি ধীরে ধীরে, দাঁড়ায়ে শিয়রে,
সহানুভূতির অমিয় বাণী।
শুনালে মধুরে, কে তুমি মোদেরে,
স্বর্গীয় পীযূষ পুরিত ধ্বনি ॥

(১২)

এখন মা তোরে, পারিনু চিনিতে,
ফের্দৌস বাসিনী রমজান মাতা।
পতিত উদ্ধারা, পাপতাপ হরা,
করিয়া তোমারে স্বজিয়ে ধাতা॥

(১৩)

স্বর্গ অভ্যন্তরে, রেখে ছিল তোরে,
কেহ না জানিত তোমার বার্ত্তা।
নবি কুল রবি, স্বরগের ছবি,
প্রবেশি স্বরগে মোস্লেম নেতা॥

(১৪)

রক্ষিতে মোদেরে, ভবসিন্ধু নীরে,
তোমারে লইয়া সঙ্গেতে করে।
হাসিয়া মধুরে, কহিয়া ধাতারে,
এসেছিল নবি ধরণী পরে॥

(১৫)

বিপন্ন সন্তান, করিতে দর্শন,
ত্রিদিব নন্দন কানন ত্যজি।
বরষান্ত পরে, পাপ মর্ত্তপুরে,
দয়া করে মাতঃ আসিলে আজি॥

(১৬)

তাই ধীরে ধীরে, আজিগো মধুরে,
প্রকৃতি সুন্দরী দীপক গান!
ধরেছে আপনি, মোহিতে পরাণি,
দিগন্তে ছুটিছে ললিত তান॥

(১৭)

প্রভাত সমীরে, বিহগ ঝঙ্কারে,
তটনীর মৃদু মধুর স্বরে।
তৃণের আগায়, নীহার কণায়,
বালার্কের চারু কিরণ স্তরে॥

(১৮)

তোমার আগত, বারতা সূচিত,
হতেছে আজি গো ললিত স্বরে।
পটল পতঙ্গ, সাগর তরঙ্গ,
তোমার মহত্ব প্রকাশ করে॥

(১৯)

কিন্তু মাতঃ তুমি, ত্যজি স্বর্গ ভূমি,
কি দেখিছ আজ আসিয়ে ধরা।
মোস্লেম সন্তান, অতি হীন মান,
অধম কাঙ্গাল সেজেছি মোরা॥

(২০)

গত বর্ষ যাহা, দেখিয়াছ তাহা,
আজি পুনঃ তুমি দেখগো মাতা।
মোশ্লেম তপন, চিরাবৃত ঘন,
করিয়া আজিও রেখেছে ধাতা॥

(২১)

চাঁদ উঠে নাই, ফুল ফুটে নাই,
গভীর আঁধার নাহিক রব।
শকুনি গৃধিণী, ডাকিছে হাঁকিছে,
শৃগাল কুক্কুর টানিছে শব॥

(২২)

পাপ-তাপ-ময়, বসুমতী কায়,
পবিত্র সলিলে করিতে ধৌত।
এলে যদি তুমি, ত্যজি স্বর্গভূমি,
তোমারে সাদরে সেবিতে মাত॥

(২৩)

কোটিশঃ সন্তান, মধ্যে কয়জন,
দেখিতে গো তুমি পাও মা আজি।
তোমার সন্তান, অবোধ অজ্ঞান,
যেতেছে নরকে পাপেতে মজি॥

(২৪)

ভাগ্য দোষে মোরা, জ্ঞান বুদ্ধি হারা,
হইয়াছি আজি ধরণী তলে।
ধ্বংশের কঠোর, নিস্পেষণে ঘোর,
নিমজ্জিত মোহ জড়তা জলে॥

(২৫)

ভিক্ষা ঝুলি সার, ঘোর হাহাকার,
আজি মোস্লেম সন্তান মুখে।
তবে গো মা তোরে, ভক্তি পূর্ণস্বরে,
ভাষি কে পুলকে ডাকিবে সুখে॥

(২৬)

অবোধ সন্তান, করিতে দর্শন,
বরষ অন্তর আইস ভবে।
কহ দেখি শুনি, বেহেস্ত বাসিনী,
কি করিছে তারা জগতে এবে॥

(২৭)

উন্নতি যুগের, সাহস মোদের,
বীরত্ব ধীরত্ব কোথায় বল।
ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান, সাহিত্য বিজ্ঞান,
জনমের মত কোথায় গেল॥

(২৮)

অতুল ঐশ্বর্য্য, বিমল সৌন্দর্য্য,
সৌদামিনী মত বিলীন হল।
সহায় সম্বল, যাহা কিছু বল,
কাল গর্ব্ব হতে ফিরে না এল॥

(২৯)

গভীর রজনী, মোস্লেম তরণী,
অবনতী স্রোতে অদৃশ্য প্রায়।
জীবনে কখন, উন্নতি উজান,
আর না পেল অনুকল বায়॥

(৩০)

জলধি ভীষণ, করিয়া গর্জ্জন,
তুলিয়া উত্তাল তরঙ্গ রাশি।
হুঙ্কার করিয়া, আসিছে ছুটিয়া,
জীবন তরণী লইতে গ্রাসি॥

(৩১)

তথাপি মা তব, আগমনে ভব,
মরণ উন্মুখ জাতির আজি।
উদ্যম বিহীন, আশালুপ্ত প্রাণে,
ফুটিছে বাসনা-কুসুম রাজি॥

(৩২)

কিন্তু মাতঃ তুমি, ত্যজি মর্ত্ত্যভূমি,
কাঁদায়ে মোদের যেদিন যাবে।
কুজ্ঝটিকা ঘন, করিবে বেষ্টন,
বাসনা কুসুম ঝরিত হবে॥

(৩৩)

দূর হতে দূরে, আশা যাবে সরে,
আঁধার হইবে পূর্ব্বের মত।
জাগিয়াও হায়, পুনঃ মৃত প্রায়,
রহিবে মোস্লেম জগতে হত॥

(৩৪)

জননী তোমার, সন্তানগণের,
এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া চোখে।
করুণা, পূরিত, হৃদয় পীড়িত,
হয়না ব্যথিত মোদের দুখে?

(৩৫)

পাতকী দুর্গতি, তুমি ওগো সতী,
নাশিবা নিমিত্ত নিকটে শ্রেষ্ঠা।
চাহিবে না ক্ষমা, কাতরেতে ওমা,
তবে কি যাবে না তিমির ঘটা?

(৩৬)

পূরব অম্বরে, ধীরে ধীরে ধীরে,
হাসিবেনা তবে শারদ বিধু ?
অবসাদ ক্লিষ্ট, সমাজ শরীরে,
চেতনা পবন ববেনা মৃদু ?

(৩৭)

তবে কি শরীরী, উদ্দীপনা পুরি,
ধাবেনা উল্লাসে উন্নতি পথে ?
ফুল ফুটিবেনা, পাখি গাহিবেনা,
চিরদিন রবে আঁধার সাথে ?

(৩৮)

তাই যদি হয়, আর এ ধরায়,
মোদের জন্য মা এসনা তবে ;
অস্তিত্ব তপন, যে ক্ষীণ কিরণ,
দিতেছে তাহাও যাউক ডুবে ॥

(৩৯)

অব্যাহতি লাভ, করিব তাহ'লে,
অনন্ত উপেক্ষা ধিক্কার হতে।
কোটী দুরনাম, হবে উপশম,
অফুরন্ত হাসি হ'বেনা সতে ॥

(৪০)

কাঠের পুতুল, সম নরকুল,
আরনা ভাবিবে মোদের তরে।
অনন্ত বিছানা, করিয়া রচনা,
শুইয়া বিরাম লভিব গোরে ॥

(৪১)

নতুবা তোমার, আজিকা চেতনা,
সতত সঙ্গিনী করিয়া দাও।
এ শুভ লগন, তেয়াগি কখন,
যাবেনা জীবনে বলিয়া যাও ॥

(৪২)

আমরা আবার, মহিমা আল্লার,
গাহিতে গাহিতে আলস্য করি।
অযুত যোজন, দূরেতে ক্ষেপণ,
যেনগো অবাধে করিতে পারি ॥

(৪৩)

উদ্বোধন গানে, জ্বালাময়ী তানে,
যেন গো মোস্লেম সমাজ তরি।
তরঙ্গ ভেদিয়া, ছুটেগো নাচিয়া
উন্নতি বন্দর উদ্দেশ্য করি ॥

(৪৪)

অতীতের স্মৃতি, ভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তি,
নয়ন সমক্ষে ধারণ করি।
উন্নতি সোপান, করিতে লঙ্ঘন,
যেননা করিগো তিলেক দেরি॥

(৪৫)

পূর্ব্ব পিতৃগণে, রাখিয়া স্মরণে,
সুধা পিপাসার প্রদীপ্ত বাতি।
করিয়া ধারণ, জ্ঞান আহরণ,
করি যেন মোরা দিন ও রাতি॥

(৪৬)

স্বর্গীয় কোরাণ, পবিত্র বিধান,
পরম পাতার অমিয় বাণী।
ফুটে গো বদনে, জীবনে মরণে,
রসুলের নাম অমৃত খনি॥

(৪৭)

সত্য সনাতন, পূত ইস্‌লাম,
হউক মোদের সহায় পুন।
অজ্ঞানতা রাশি, যার গুণে ভাসি,
যাইবে দূরেতে আঁধার ঘন॥

(৪৮)

বাধা বিঘ্ন গুলি, চরণেতে দলি,
লুপ্ত বিদ্যা বুদ্ধি আনিয়া ফিরে।
উদ্দীপনা পূরি, উন্নতির ভেরি,
বাজাক আবার ভীষণ স্বরে॥

(৪৯)

সেই ভীম স্বরে, মৃত মোস্লেমের,
শোণিতে খেলুক উৎসাহ তান।
নাচুক ধমনী, আকুলা পরাণী,
উল্লাসে গাউক কর্ম্মের গান॥

(৫০)

শিখর অচল, জলধির জল,
মুখরিত তাহে হউক বন।
কর্ম্মরাজি ফের, যত আমাদের,
দেখুক আবার জগৎ জন॥

(৫১)

দেখুক আবার, ধরাবাসী যত,
মৃত কি জীবিত মোস্লেম রাশি।
দেখুক স্বর্গীয়, ফেরেস্তা সকল,
দেখুক আকাশ রবি ও শশী॥

(৫২)

উঠুক মহান্,   কর্ম্মের নিশান,
কোলাহল পূর্ণ হউক ধরা।
ইশ্লাম আভায়,   ভাতুক হৃদয়,
বিস্মৃত হউক মানব সারা॥

(৫৩)

হইতে সুমেরু,   অবধি কুমেরু,
নিখিল দুনিয়া অনিল স্তরে।
মরুভূর প্রতি,   বালুকা কণায়,
প্রত্যেক পক্ষীর কণ্ঠের স্বরে॥

(৫৪)

পাদপ-পাতায়,   অচলের গায়,
জলধি তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতি।
আমাদের প্রতি,   শিরায় শিরায়,
আল্লা হো আকবর হউক গীতি॥



নববর্ষ উপদেশ।

(১)

নবীন বরষ, নব উপদেশ,
লইয়া আজিকে সঙ্গেতে করে।
ওই দেখ চেয়ে, আছে দাঁড়াইয়ে,
বঙ্গীয় মোস্লেম তোমার দ্বারে॥

(২)

ওহে বন্ধুগণ, করহ শ্রবণ,
কি কহে তোমারে বরষ আজ।
ওই শুন কয়, ত্যজি স্বার্থচয়,
পরহ সমাজ হিতৈষী সাজ॥

(৩)

নিজ স্বার্থ লয়ে, দুর্ব্বল হৃদয়ে,
যাঁহারা সমাজ সেবার ব্রত।
করয়ে গ্রহণ, তাঁরা কদাচন,
পারেনা সাধিতে সমাজ হিত॥

(৪)

ভীষণ অশনি, গর্জ্জনের ধ্বনি—
করিয়া, সময় তাদের তরে।
করম ভূমির, সীমার বাহির,
তখনি তাড়িত দেয় হে করে॥

(৫)

খোস খেয়ালের, অথবা লোকের,
খাতিরেতে হয় যে আন্দোলন।
সফলতা তায়, দেখা নাহি যায়,
যেমন শরত কালীন ঘন॥

(৬)

ইতিহাস গুলি, দেখ সব খুলি,
পরিচিত তুমি যাদের সনে।
কপটতা কবে, লভিয়াছে ভবে,
সফলতা রূপ অমূল্য ধনে॥

(৭)

প্রতি পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে ছত্রে,
উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে তার।
ভণ্ডামী পতন, সদা সর্ব্বক্ষণ,
সাধুতার সদা বিজয় হার॥

(৮)

স্বজাতীর দায়, সমাজ সেবায়,
আপনা হইতে যাঁহার প্রাণে।
চারু ভাব রাশি, সতত বিকাশি,
সুমধুর এক প্রবাহ আনে ॥

(৯)

জাতি দুঃখ তরে, যাঁহার অন্তরে,
চিন্তার তরঙ্গ উদিত হয়।
জাতীয় দুর্গতি, আপনার ক্ষতি,
যাঁর হৃদে ফুটে এ ভাব চয় ॥

(১০)

জাতীয় গৌরব, অতুল বৈভব,
স্বজাতি সম্পদে আনন্দ লভে।
জাতি অপমানে, দুঃখ পায় প্রাণে,
তিনিই জাগ্রত এ মর ভবে ॥

(১১)

ধন্য সেই জন মানব ভূষণ,
সে পারে জাগাতে জাতির প্রাণ।
হাসিতে হাসিতে, পারে সে করিতে,
নির্জীব জনের জীবন দান ॥

(১২)

অযুত ভণ্ডের, কোটী কপটের,
চাটুকারি বাক্যে যে কার্য্য নারে।
জাতিগত প্রাণ, কোন মহাজন,
সে কাজ হেলায় হাসিয়া সারে॥

(১৩)

কপট হৃদয়, ওজস্বী ভাষায়,
শত বক্তৃতায় নারিবে যাহা।
আড়ম্বর হীন, কৌশল বিলীন,
শবদে সেজন সাধিবে তাহা॥

(১৪)

নিদ্রা অভিভূত, আপনা বিস্মৃত,
সহস্র সহস্র লোকের তরে।
জাগ্রত যেমন, সবে সচেতন,
মুহূর্ত্ত মধ্যেতে করিতে পারে॥

(১৫)

চাটুকার দের, কার্য্য কলাপের,
গাঢ় অন্ধকার সমাজ শিরে।
অলক্ষিতে যেন, মৃত্যুর তুফান,
নিরাশা ঝটিকা সৃজন করে॥

(১৬)

এ সত্যে সন্দেহ, করয়ে যে কেহ,
নববর্ষ বলে তাহারা তবে।
বিবেচনা করে, দেখুক অন্তরে,
বঙ্গীয় মোস্লেম-অবস্থা ভেবে ॥

(১৭)

মোস্লেমের মাঝে, দেখহ বিরাজে
কতই হিতৈষী নেতার দল।
বক্তা অনাটন, নহে কদাচন,
উপদেষ্টা বা কোথা বিরল ॥

(১৮)

সংবাদ পত্রের, নাহি তাহাদের,
অনাটন আজি আছয়ে আর।
সভা ও সমিতি, হয় নিতি নিতি,
নাহিক অভাব এখন তার ॥

(১৯)

কি দোষেতে হায়! লুণ্ঠিত ধূলায়,
এ সমাজ আছে আজিও তবে।
তবে কেন তারা, পড়ি মৃত পারা,
পারেনা করিতে উন্নতি ভবে ॥

(২০)

তবে কি কারণ, বঙ্গ মুসলমান,
চেতনা লভিতে পারেনা আজি।
নিরাশা তিমিরে, সমাধি বাসরে,
মরণের সাজে রয়েছে সাজি॥

(২১)

উত্থানের গান, গাহে অবিরাম,
সমাজ হিতৈষী নেতার দল।
বাল বৃদ্ধ যত, শুনে অবিরত,
কেনবা তাহাতে হয়না ফল॥

(২২)

অশনি আরবে, কাঁপাইয়া ভবে,
হাকিছে হিতৈষী উঠরে বলে।
তাহাতে বা কেন, হয়না চেতন,
সমাজ শরীর নাহিক ভুলে॥

(২৩)

উদ্বোধন গানে, জ্বালাময়ী তানে,
কেনবা প্রেরনা নাহিক ধায়।
এত উদ্দীপনা, কেনবা বলনা,
কুয়াশার মত উড়িয়া যায়॥

(২৪)

কারণ ইহার, আন্তরিকতার,
অভাব কেবল হিতৈষীদের।
আজি সে কারণে, ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ প্রাণে,
মেটেনা মোদের দুখের জের॥

(২৫)

মৌখিক কথন, পারেনা কখন,
করিতে অঙ্কন মানস পটে।
স্থায়ী চিহ্ন হেন, আজীবন যেন,
সে সুখের স্মৃতি হৃদয়ে ফুটে॥

(২৬)

হাওয়ার খেলা, হাওয়ার মেলা,
হাওয়াতেই শেষে মিশায়ে যায়।
প্রাণের কথায়, প্রাণের গাথায়,
প্রাণে প্রাণ পায় ব্যর্থ না হয়॥

"জাগ"।

(১)

জাগরে মোস্লেমগণ, কর শিক্ষা দিয়া মন,
প্রফুল্ল পরাণে সবে যাও বিদ্যালয় ;
ক'রে মহা কোলাহল, দেখনা হিন্দুর দল,
ধাইছে পশ্চাতে ফেলি তোমা সবাকায়।

(২)

এখন না জাগ যদি, কাঁদিলেও নিরবধি,
যাবেনা দুর্দ্দশা তব ফেলি অশ্রুজল ;
এ সময় যদি হায়, বিফলে চলিয়া যায়,
শত অনুতাপে নাহি হবে কোন ফল।

(৩)

জ্বালা নিয়ে হৃদয়ের, ডাকিতেছি তোমাদের,
কর ভাই দৃষ্টিপাত নিখিল ভুবন ;
জগতের নর নারী, বিদ্যা অধ্যয়ন করি,
লভেছে কেমন দেখ সু-উচ্চ আসন।

(৪)

কেবল তোরাই ভবে, নিশ্চল নিস্পন্দ সবে,
উদ্যম সাহস হীন কর কালক্ষয় ;
মান কিম্বা অপমান, নাহি তোমাদের জ্ঞান,
বড় খুসী পেলে কিছু ক্ষুধার সময়।

(৫)

মানব বলিয়া তোরে, গণেনা অপর নরে,
অধমের সাজে থাক যত হেয় কাজে ;
আলস্যের ক্রীতদাস, রবে কিহে বার মাস,
জলাঞ্জলি দিয়া ছিছি ঘৃণা ভয় লাজে ?

(৬)

যুগ যুগান্তর যারা, অজ্ঞতায় ছিল ঘেরা,
কি আশ্চর্য্য লভে তারা ভাগ্য শশধরে ;
জন্মিয়া মানবকুলে, র'লি তোরা সব ভুলে,
চির তমাবৃতভাবে এ বঙ্গ ভিতরে।

(৭)

বিদ্যা বদান্যতা তোর, সুখ স্বচ্ছন্দতা ঘোর,
সুন্দর অধর প্রান্তে সে প্রীতির হাসি ;
কিছু নাই সে নিশান, রোগে শোকে ম্রিয়মান,
রাহুর কবলে যথা পূর্ণিমার শশী।

(৮)

ওই কর দরশন, খ্রীষ্ট ব্রাহ্ম হিন্দুগণ,
কেমন আনন্দে করে সংসার যাপন ;
স্বদেশে বিদেশে মান, অপ্রতুল নহে ধন,
কার নাহি হেরে হয় বিমোহিত মন।

(৯)

যে শিক্ষার শুভফলে, হিন্দুগণ ধরাতলে,
লভিল অতুল যশ ; সে শিক্ষা এখন—
শিখিতে মোস্লেমগণ, কর চেষ্টা দিয়া প্রাণ,
বৃথায় ক'রনা আর সময় ক্ষেপণ।

(১০)

অধমের কথা রাখ, কেন সবে ব'সে থাক,
এখন(ও) পশ্চাতে যদি ছুট উহাদের ;
ঘুচিবে সকল দুখ, পাইবে পরম সুখ,
সৌভাগ্য সুন্দরী ধীরে নাচাবে তোদের।

সাবান।

(১)

হে সাবান প্রিয় সখে পশ্চিম অম্বরে,
দাও শুভ দরশন জীমূত উপরে ;
তোমার সাক্ষাৎ তরে,
মোস্লেম নারী ও নরে,
সারাটী বরষ ধ'রে আছে আশা ক'রে,
দূরিবারে হৃদিজ্বালা তোমারে হে হেরে।

(২)

আমাদের পাপ তাপ করিবারে দূর,
তব বক্ষ-সরোবরে সলিল প্রচুর ;
সেই জলে পাপ ধৌত,
করি তনু হবে পুত,
ভাসিবে পুলক নীরে মোদের পরাণ,
দহিতেছে অহর্নিশ যে হৃদি এখন।

(৩)

ধবলিত হয় যথা মলিন অঙ্গার,
যখন প্রবেশে বহ্নি ভিতরে তাহার ,
কিম্বা ঘোর রোগগ্রস্থ,
ব্যক্তিবর্গ হয় সুস্থ,
মহৌষধ যবে তারা করয়ে সেবন,
রজক আঘাতে যথা ধবল বসন।

(৪)

আমাদের হৃদয়ের পাপ তাপচয়,
তোমার পরশ মাত্র বিদূরিত হয় ;
যেন পুষ্প ধূলি ভরা,
পেয়ে বরিষার ধারা,
বিধৌত হইয়া শোভে নবীন আভায়,
তেমনি বিমল হয় মোস্লেম হৃদয়।

(৫)

যেমন সমুদ্র গর্ভ রতন আধার,
তেমতি তোমার হৃদি পুণ্যের ভাণ্ডার ;
তব বক্ষ সর-নীরে,
আছে রত্ন স্তরে স্তরে,
গুণের মহিমা তব সাধে কি সাবান;
সমগ্র ছুনিয়াবাসী করয়ে কীর্ত্তন।

(৬)

মহাপুণ্য সবেবরাত মোস্লেম-রতন,
সে ভাণ্ডার মধ্যে স্থান করিয়া গ্রহণ ;
সম্মানের উচ্চস্থান,
তোমারে করিছে দান,
তাইতে সাবান এত মহত্ব তোমার,
ইস্‌লাম জগৎ মধ্যে আছয়ে প্রচার।

(৭)

উষার প্রসাদে যথা তরুণ তপন,
নিরখি প্রফুল্ল হয় কমল আনন ;
সেরূপ মোস্লেম সারা,
হবে উল্লাসিত তারা,
হেরিয়া অন্তিমে তব পূত রমজান।
অপার্থিব মোস্লেমের কৌস্তুভ রতন।

(৮)

অতীব পবিত্র সেই নিধি আমাদের,
বিধির প্রদত্ত দান সম্বল পথের ;
পুণ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠতম,
বিজয় কিরীট সম,
রোগ শোক দরিদ্রতা পাপী সয়তান,
যাহার পরশে করে দূরে পলায়ন।

(৯)

হে সাবান কহ মোরে করুণা বিতরি,
কি লাগিয়া হ'ল তব এ নাম মাধুরি ;
কোরেশ কুলের রবি,
ইশ্লাম-আনন্দ ছবি,
বলেছেন এ বচন হাদিসে প্রমাণ,
অতি পুণ্য জন্য তব নাম হে সাবান।

(১০)

স্বর্গসুধা জিনি রস করি বরিষণ,
আরো বলেছেন নবি জীবন রতন ;
করিও সাবানে মান্য,
তা'হলে হইবে ধন্য,
তোমাদের পাপময় কলুষ জীবন ;
হারা'ওনা হেলা করি এ শুভ লগন।

(১১)

তাই হে সাবান তব শুভ দরশন,
অপেক্ষায় চঞ্চলিত এ ক্ষুদ্র পরাণ,
কেননা পরযে তব,
পাপ হতে মুক্তি পাব,
এ মিনতি তব কাছে মোশ্লেম বাঞ্ছিতে,
অন্তিমে অধমে যেন ভুল না তারিতে।

——:——

ধন্য গাজী আনোয়ার।

(১)

ধন্য তুমি বীর শ্রেষ্ঠ গাজি আনোয়ার,
দেখালে দেবতা-ত্রাস ত্রীপলা প্রান্তরে,
যে মহা বীরত্ব তাহা, শুনিলে আমার,
কি এক আনন্দ রসে এ পরাণ ভরে।

(২)

কেবল আমার কেন প্রতি মোস্লেমের,
বিশুষ্ক হৃদয় হ্রদে, আনন্দ লহরী —
অসংখ্য অসংখ্য উঠে, ছুটে সকলের,
উৎসাহে শোণিত স্রোত শীরে ধীরি ধীরি।

(৩)

না করি ভ্রুক্ষেপ তুমি ক্ষণেকের তরে,
জলে স্থলে অগণিত অরাতি কারণ ;
বিদ্যুৎ গতিতে গিয়ে, অসংখ্য আর্ত্তেরে,
সে ভীষণ রণভুমে করিলে রক্ষণ।

(৪)

অগণিত ইটালীর শিক্ষিত সেনারে,
দিলে সমুচিত শিক্ষা, সে রণপ্রাঙ্গনে—
সঙ্গে লয়ে মুষ্টিমেয় মোশ্লেম জনারে;
অশিক্ষিত অকর্ম্মণ্য ছিল যারা রণে।

(৫)

আবার যখন তুমি করিলে শ্রবণ,
বুলগার গ্রীক আদি মোণ্টনী সার্ভিয়া,
মিলি এক সঙ্গে রঙ্গে খৃষ্টরাজগণ,
লক্ষ লক্ষ সৈন্য সবে সঙ্গেতে করিয়া।

(৬)

মথিতে মোশ্লেম দলে বল্কান দেশেতে,
জ্বালিয়াছে সমরের অনল ভীষণ;
নাজেম কামেল পাশা আবার তাহাতে,
শত্রু ষড়যন্ত্রে দেছে গুপ্ত যোগদান।

(৭)

তখনই তব হৃদি চঞ্চল হইল,
থাকিতে দিলনা আর ত্রিপলী সমরে,—
তিলেকের তরে তোমা, মুহূর্ত্তে আনিল,
বল্কানের সে ভীষণ রণভূ-মাঝারে।

(৮)

স্বদেশের স্বজাতির স্বধর্ম্মের তরে,
ধরি করে সুশাণিত ভীমা তরবার,
সেই সমবেত মত্ত সৈন্যের সাগরে ;
ইরম্মদ গতি প্রায় দিইলে সাঁতার।

(৯)

সে সুতীক্ষ্ণ দীপ্ত অসি করিয়া প্রহার,
নরাকৃতি পশুগণে করি খণ্ড খণ্ড,
অপহৃত ভুমি সব করিলে উদ্ধার—
দেখালে মোস্লেম-বীর্য্য অসীম প্রচণ্ড।

(১০)

রক্ষিলে হে মোস্লেমের জাতীয় সম্মান,
উদ্ধারিয়া ন্যায় যুদ্ধে আদ্রিয়ানোপল,
করিলে অরাতিবৃন্দে যে শিক্ষা প্রদান,
রাখিবে আজন্ম মনে বর্ব্বর সকল।

(১১)

অদ্ভুত বীরত্ব তব অ-ইস্লাম হেরি,
বিস্মৃত চিন্তিত চিত্ত ভয়ে ভীত অতি
করম দক্ষতা তব বুদ্ধির মাধুরী,
হেরিয়া অরাতিকুল জড়প্রায় মতি।

(১২)

বল্কান সমরে তুমি বিধর্ম্মী কাফেরে,
ধ্বংশিয়া যে কীর্ত্তি ভাতি করেছ অর্জ্জন,
যাবেনা কখন তাহা, সুবর্ণ অক্ষরে—
ইতিহাস বক্ষে চির রহিবে অঙ্কন।

(১৩)

মোস্লেম জাতির তুমি সমাধি বাসরে,
নবশক্তি সৌধ যাহা করিলে নির্ম্মাণ;
হেরি তাহা বিশ্ববাসী মোস্লেম নিকরে,
অতীত গরিমা পুনঃ করিছে স্মরণ।

(১৪)

অচিরে জানিবে বীর বিধির কৃপায়,
সমগ্র অরাতিচয় তোমার চরণে—
হইবে লুণ্ঠিত তাহে নাহিক সংশয়,
রঞ্জিবে ধরণী তব সুযশ কিরণে।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

লোকে বলে ও আমি বলি।

লোকে বলে ' দুঃখ আসে সুখ পিছে লয়ে,
পরীক্ষিতে মানবের মন,"
আমি বলি "সুখ নাই সমগ্র ভুবনে,
কর্ম্মময় ইস্লাম জীবন"।

লোকে বলে "আসে শশী অমানিশা পরে,
হাসাইতে বিশ্ব চরাচরে" ;
আমি বলি "নাই ইন্দু রজনী-হৃদয়ে,
ধরা ভরা ঘোর অন্ধকারে"।

লোকে বলে "প্রেম পূর্ণ রমণী-হৃদয়,
আশ্রয়ের প্রধান বন্দর"
আমি বলি "নাই প্রেম কামিনী কমলে,
আছে মাত্র নকল তাহার"।

লোকে বলে "আজীবন বিরহ মিলন,
প্রকৃতির এই সুবিধান" ;
আমি বলি "সম্মিলন নাহিক ধরায়,
হেথা কোথা জুড়াবার স্থান"।

লোকে বলে "শান্তিময়ী সমগ্র ধরণী,
প্রেম প্রীতি স্নেহ ভক্তি ভরা" ;
আমি বলি "ভালবাসা ভুবনেতে নাই,
আছে শুধু বিদ্বেষ সাহারা"।

লোকে বলে "তাপ যাবে হইবে শীতল,
সুশোভিবে পুষ্পে ধরাতল" ;
আমি বলি "বিশ্ব আর নাহি শীতলিবে,
র'বে মাত্র তীব্র হলাহল"।

লোকে বলে "জানে যত নর নারীগণ,
অনির্দ্দিষ্ট মৃত্যুর সময়" ;
আমি বলি 'কেহ কভু করণে ক'রেনি,
মৃত্যুবলে কিছু এ ধরায়"।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

সম্পূর্ণ।

ভ্রুটী স্বীকার।

আমার সমগ্র কবিতা-রাজি লইয়া একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুবৃহৎ খণ্ড-কাব্য-গ্রন্থ সমাজকে উপহার দিবার বড় বাসনা ছিল। কিন্তু কতিপয় কারণ নিবন্ধন আমার সে সাধ মিটিল না। আমাকে বাধ্য হইয়া বিরাট বই খানি খণ্ডাকারে বাহির করিতে হইল, এবং বহু যত্ন ও চেষ্টা স্বত্বেও পুস্তক খানির অনেক স্থানে অনেক দোষ রহিয়া গেল। আশা করি, সমাজ স্নেহের চক্ষে অধমের প্রথম অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

পাঁচপাড়া;
২৫শে শ্রাবণ ২১।

বিনয়াবনত—
গ্রন্থকার।